ভোরের কাগজ

MAY 1 ২ 2002

তারিখ ....
পৃঃ ৩ কলাম ১-৬.....

যশোরের এম এম কলেজ

মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন প্রকাশ্যে আসতে অপতৎপরতা চালাচ্ছে

মামুন রহমান, যশোর থেকে : দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপিঠ এমএম কলেজে একটি মৌলবাদী ছাত্র সংগঠন প্রকাশ্যে আসতে জোর তৎপরতা শুরু করেছে। এ উপলক্ষে তারা শোডাউন করার জন্য থানা পর্যায় থেকে তাদের ক্যাডার ও সাধারণ সদস্যদেরও প্রস্তুত রেখেছে। 'রগকাটা বাহিনী' হিসাবে চিহ্নিত ঐ সন্ত্রাসী সংগঠনটির অপতৎপরতার কথা জানাজানি হয়ে যাওয়ায় কলেজের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। তাদের আশঙ্কা ঐ সন্ত্রাসী মৌলবাদী ছাত্র সংগঠনটি এমএম কলেজে প্রকাশ্যে তাদের অপতৎপরতা শুরু করার সুযোগ পেলে কলেজের সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশতো ব্যাহত হবেই সেই সঙ্গে রক্তাক্ত অধ্যায়ও শুরু হয়ে যেতে পারে।

যশোরের এমএম কলেজ দক্ষিণবঙ্গের একটি নামকরা ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুষ্ঠু পরিবেশে লেখাপড়ার জন্য এর ব্যাপক সুনাম রয়েছে সারাদেশে। সেই সঙ্গে এ কলেজে রয়েছে বিভিন্ন ছাত্র ও সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের কার্যক্রম। এই সংগঠনগুলো মৌলবাদী একটি ছাত্র সংগঠনকে আগে কখনো ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেয়নি। যে কারণে তাদের গোপন কমিটি থাকলেও তারা কখনো প্রকাশ্যে মিছিল-মিটিং করতে পারেনি। যখনই তারা সংগঠিত হয়ে ক্যাম্পাসে প্রকাশ্যে আসতে চেয়েছে তখনই প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের প্রতিরোধ করেছে।

কিন্তু জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের তৎপরতা এবার কয়েকগুণ বেড়ে গেছে। এবার যেভাবেই হোক তারা প্রকাশ্যে আসতে চাচ্ছে। এজন্যে প্রস্তুতিও নিয়েছে তারা। কিন্তু প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো তা হতে দিতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, ছাত্র নামধারী ঐ সংগঠনটি যেখানেই আস্তানা গেড়েছে, সেখানেই রক্তের বন্যা বয়ে গেছে। ব্যাহত হয়েছে লেখাপড়ার পরিবেশ। এ প্রসঙ্গে তারা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও খুলনা বিএল কলেজের অতীত ঘটনাগুলোকে উদাহরণ হিসাবে উপস্থাপন করেন।

কিন্তু মৌলবাদী ঐ ছাত্র সংগঠনটিকে ঠেকাতে মাঠে নামতে সাহস পাচ্ছে না ছাত্রলীগসহ অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলো। কারণ জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে পুলিশি হয়রানি ও গ্রেপ্তারের কারণে নেতাকর্মীদের অনেককেই পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। যে কারণে সাধারন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎকণ্ঠার সৃষ্টি হয়েছে। তাদের আশঙ্কা সন্ত্রাসী ঐ সংগঠনটি প্রকাশ্যে আসলেই কলেজে রক্ত ঝরবে। সেই সঙ্গে ব্যাহত হবে লেখাপড়ার পরিবেশ।